২২-০৫-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এইবার বাবার সমান দেহী-অভিমানী হও। বাবা চান সন্তানরা আমার সমান হয়ে আমার সাথে ঘরে ফিরে যাক।"

প্রশ্নঃ- তোমরা বাচ্চারা কোন্ আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বাবাকে ধন্যবাদ জানাও?

উত্তরঃ- তোমরা এইটা দেখে আশ্চর্য হও যে বাবা কিভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করছেন, নিজের সন্তানদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে যোগ্য বানাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা অন্তর থেকে এইরকম মিষ্টি বাবাকে ধন্যবাদ জানাও। বাবা বলছেন, এই ধন্যবাদ শব্দটাও ভক্তিমার্গের শব্দ। বাচ্চাদের তো অধিকার থাকে, এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কি দরকার। নাটক অনুসারে বাবাকে তো উত্তরাধিকার দিতেই হবে।

গীতঃ- যার সাথী স্বয়ং ভগবান ....

ওম্ শান্তি । এই গীত বাচ্চাদের জন্য। সর্ব শক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মা যার সাথী, মায়ার অন্ধকার এবং তুফান তার কি ক্ষতি করবে? এটা ওই অন্ধকারের কথা নয়, মায়ার তুফান আত্মার জ্যোতি নিভিয়ে দেয়। তোমরা এমন একজন সাথী পেয়েছ যে আত্মজ্যোতি জাগ্রত করে। তাহলে মায়া কি করবে? তোমাদের নামই দেওয়া হয় মহাবীর অর্থাৎ মায়ারূপী রাবণের ওপর বিজয়ী। কিভাবে বিজয়ী হতে হবে? বাচ্চারা তো সামনেই বসে আছে। বাপদাদাও বসে আছেন। দাদু এবং বাবাকে পিতা এবং পিতামহ বলা হয়। তাই বাপদাদা বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে আমাদের আত্মিক (রুহানি) পিতা আমাদের সামনেই বসে আছেন। আত্মিক পিতা তো আত্মাদের সাথেই কথা বলবে। আত্মাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে, কথা বলে। তোমরা বাচ্চারা দেহ-অভিমানে থাকার অভ্যাসী হয়ে গেছ। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিয়েছ। শরীরের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। কেউ বলবে আমার নাম পরমানন্দ, আবার কেউ অন্য কিছু বলবে। বাবা বলছেন, আমি সর্বদা দেহী-অভিমানী থাকি। আমি কখনও শরীর ধারণ করিনা, তাই দেহ-অভিমানী হওয়াও সম্ভব নয়। এই শরীরটা তো এই দাদুর। আমি সর্বদাই দেহী-অভিমানী থাকি। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও আমার সমান বানাচ্ছি কারণ তোমাদেরকে এখন আমার কাছে আসতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। এর জন্য সময় লাগে। অনেক দিন ধরে দেহ-অভিমানে থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। বাবা এখন বলছেন, এই দেহকেও ত্যাগ কর, আমার সমান হও। কারণ তোমাদেরকে এখন আমার অতিথি হতে হবে, আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেইজন্যই বলি প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আমি আত্মাদেরকেই এইসকল কথা বলি। তুমি যদি বাবাকে স্মরণ কর তাহলে ওইসব দিকে দৃষ্টি যাবেনা। কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আমরা আত্মাদের সেবা করছি। আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে। আমি আত্মা, তোমাদেরকে বাবার বার্তা দিচ্ছি। আত্মা তো নিজেকে পুরুষও বলবে না আর স্ত্রীও বলবে না। স্ত্রী কিংবা পুরুষ তো শরীর অনুসারে বলা হয়। তিনি তো পরমাত্মা। বাবা বলেন - হে আত্মারা, তোমরা কি শুনছ? আত্মারা উত্তর দেয়, হ্যাঁ শুনছি। তোমরা নিজের বাবাকে চেন। তিনি সকল আত্মার পিতা। তোমরা যেমন আত্মা, সেইরকম আমিও তোমাদের পিতা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের নিজের আকার আছে। আত্মাদেরকে আত্মাই বলা হবে। আমার নাম তো শিব। শরীরের তো অনেক নাম দেওয়া হয়। আমি শরীর ধারণ করিনা। তাই আমার কোনও শারীরিক নাম নেই। তোমরা হলে শালিগ্রাম।

তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে প্রশ্ন করা হয় - হে আত্মারা, তোমরা কি শুনছ? তোমাদেরকে এখন দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। আত্মারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে, বাবা বসে আত্মাদেরকে বোঝান। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে আত্মারা অবুঝ হয়ে গেছে। এমন না যে শিবও পরমাত্মা আর কৃষ্ণও পরমাত্মা। দুনিয়ার মানুষ তো নুড়ি-পাথর সবকিছুকেই পরমাত্মা বলে দেয়। সমগ্র দুনিয়াতেই ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের বিস্তার হয়েছে। অনেকে মনে করে যে আমরা ভগবানের সন্তান। কিন্তু অধিকাংশই তাঁকে সর্বব্যাপী বলে। এই পাঁক থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে হবে। সমগ্র দুনিয়া একদিকে আর বাবা অন্যদিকে। বাবার মহিমার গায়ন আছে। বাঃ প্রভু, তোমার এই লীলার দ্বারা সকলের গতি-সদগতি হয়ে যায়। সদগতির দাতা তো একজনই। গতি-সদগতির জন্য মানুষ কতই না পরিশ্রম করে। কেবল সদগুরুই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দুটোই দেন। বাবা বলছেন, এইসব সাধু সন্ত ইত্যাদি সকলের সদগতি করার জন্য আমাকেই আসতে হয়। কেবল আমিই সকলের সদগতি দাতা। আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি, আমি তোমাদের বাবা। আর কেউ এইরকম বলতে পারবেনা যে তোমরা সকল আত্মারা আমার সন্তান। ওরা তো বলে দেয় যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাই তারা কখনও এইরকম বলতে পারবে না। স্বয়ং বাবা বলছেন, আমি এখন ভক্তদেরকে ভক্তির ফল দেওয়ার জন্য এসেছি। এইরকম গায়নও আছে যে ভক্তদের রক্ষক কেবল ভগবান। যখন সবাই ভক্ত তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। ভক্তই যদি ভগবান হবে তাহলে তো ভগবানকে স্মরণ করার প্রয়োজনই নেই। বিভিন্ন ভাষাতে পরমাত্মাকে বিভিন্ন নামে ডাকে। কিন্তু তাঁর যথার্থ নাম হল শিব। কেউ কারোর নিন্দা বা মানহানি করলে তার নামে মামলা করে দেয়। কিন্তু এটা হল নাটক, এখানে কারোর কথা খাটবে না। বাবা জানেন যে তোমরা দুঃখী হয়ে গেছ। পুনরায় এইরকম হবে, গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র আবার বানানো হবে। কিন্তু কেবল গীতা পড়ে তো কেউ কিছু বুঝতে পারবেনা। তার সাথে শক্তিও দরকার। যারা শাস্ত্র পড়ে শোনায় তারা তো এইরকম বলতে পারবে না যে আমার সাথে যোগযুক্ত হলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ওরা তো কেবল গীতা পাঠ করে শোনায়। তোমরা এখন অনুভবী হয়েছ, জানো যে আমরা কিভাবে ৮৪ চক্রতে আসি। এই নাটকে প্রত্যেকটা ঘটনা নিজ নিজ সময়ে ঘটে। বাবা বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বলছেন যে তোমরাও এইরকম অভ্যাস কর যে আমরা আত্মাদের সাথে কথা বলছি, আমি আত্মা এই মুখের দ্বারা বলছি। তুমি আত্মা কানের দ্বারা শুনছ। আমি একটা আত্মা, বাবার বার্তা শোনাচ্ছি। এটা বোঝানো কত সহজ। তুমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ কর। আত্মা তার ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে। বাবা বলছেন, পরমাত্মা সর্বব্যাপী হলে তো জীব পরমাত্মা বলা উচিত। এইসকল কথা আত্মাকে বলা হয়। হে আত্মারা, আমার ভাইয়েরা, তোমরা কি বুঝতে পারছ যে ৫ হাজার বছর আগের মতই আমি তোমাদেরকে বাবার বার্তা শোনাচ্ছি। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ কর। এইটা হল দুঃখধাম, সত্যযুগ হল সুখধাম। হে আত্মারা, তোমরা তো সুখধামে ছিলে, তাই না? তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছ। সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো অবস্থাতে তো আসতেই হবে। এখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণপুরীতে ফিরে চল। সেখানে গিয়ে কি হতে চাও? মহারাজা-মহারানী হবে না কি দাস-দাসী হবে। এইভাবে আত্মাদের সাথে কথা বলতে হবে। উৎসাহ থাকা চাই। এমন না যে আমিই হলাম পরমাত্মা। পরমাত্মা তো জ্ঞানের সাগর। তিনি কখনও অজ্ঞানের সাগর হন না। আমরাই জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সাগর হই। আমরা তো বাবার কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে মাস্টার সাগর হই। বাস্তবে সাগর কেবল বাবাই। বাকি সবাই হল নদী। তফাৎ তো আছে, তাই না? আত্মাকে তখনই বোঝাতে হয় যখন সে অবুঝ হয়ে যায়। স্বর্গতে তো কাউকে বোঝাতে হয়না। এখানে সবাই অবুঝ, পতিত এবং দুঃখী। গরীবরাই এই জ্ঞান আরাম করে বসে শুনবে। ধনীদের তো নেশা থাকে। তাদের মধ্যে থেকে

খুব কমজনই উঠে আসে। যেমন জনক রাজা সবকিছু দিয়ে দিয়েছিল। এখানে সকলেই হল জনক। জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য জ্ঞান নিচ্ছে। এটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি আত্মা। বাবা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ড্রামা অনুসারে তোমাকে তো উত্তরাধিকার দিতেই হত, আমাদেরকে তো তোমার সন্তান হতেই হবে। এরজন্য ধন্যবাদ কেন দেব। আমাদেরকে তো তোমার উত্তরাধিকারী হতেই হত। এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কি দরকার। স্বয়ং বাবা এসে আমাদেরকে বুঝিয়ে যোগ্য বানাচ্ছেন। ভক্তিমার্গে মহিমা করার সময়ে ধন্যবাদ শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাবাকে তো নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে। তিনি এসে পুনরায় স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা বলে দেন। নাটক অনুসারে বাবাকে এসে রাজযোগ শেখাতে হয় এবং উত্তরাধিকার দিতে হয়। তারপর যে যেমন পুরুষার্থ করবে সে সেইভাবে স্বর্গে যাবে। এরজন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাবার এই খেলা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। আমরা তো আগে জানতামই না যে এখন যেতে হবে। বাবা, আমরা কি আবার এই জ্ঞান ভুলে যাব? হ্যাঁ, আমার এবং তোমাদের বুদ্ধি থেকে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর যখন জ্ঞান দেওয়ার সময় হবে তখন পুনরায় জ্ঞানের উদয় হবে। এখন তো আমি নির্বাণধামে চলে যাব। তারপর ভক্তিমার্গে আমার ভূমিকা পালন করব। আত্মার মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সেই সমস্ত সংস্কার এসে যায়। এইটা বুদ্ধিতে থাকে যে পরের কল্পে আমি এই শরীরেই আসব। কিন্তু তোমাদেরকে তো দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। নাহলে দেহ-অভিমান এসে যায়। মুখ্য কথা তো এটাই। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। প্রতি কল্পেই তোমরা পুরুষার্থ অনুসারে উত্তরাধিকার পাও। বাবা কত সহজভাবে বোঝাচ্ছেন। তবে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে। প্রথম প্রথম যখন আত্মা এখানে আসে তখন পূণ্য সতোপ্রধান আত্মা থাকে। তারপর তাকে অবশ্যই তমোপ্রধান পাপ আত্মা হতে হবে। বাবা বার্তা দিয়েছেন যে আমাকে স্মরণ কর। সমগ্র সৃষ্টি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছে। তিনি তো সকলের সদগতি দাতা। তিনি সকলের ওপর দয়া করেন, অর্থাৎ সকলকে ক্ষমা করেন। সত্যযুগে কোনও দুঃখ থাকবে না। বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে গিয়ে থাকবে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছ যে এখন বিনাশের সময় হয়ে গেছে। যোগবলের দ্বারা দুঃখের হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে। তারপর জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা ভবিষ্যতের সুখের জন্য খাজনা জমা করতে হবে। যত জমা করবে তত সুখ পাবে এবং দুঃখের হিসাব সমাপ্ত হতে থাকবে। এখন কল্পের সঙ্গমযুগে এসে আমরা একদিকে দুঃখের হিসাব সমাপ্ত করছি আর অন্যদিকে জমা করছি। তাহলে তো এটা ব্যাবসা হয়ে গেল, তাই না? বাবা জ্ঞানরত্ন দান করে গুণবান বানিয়ে দিচ্ছেন। এরপর যে যতটা ধারণ করতে পারবে। এক-এক রত্নের মূল্য লাখ টাকার সমান। এর দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে সর্বদা সুখী থাকবে। এটা দুঃখধাম, ওটা সুখধাম। সন্ন্যাসীরা এটা জানেনা যে স্বর্গে সর্বদা সুখই সুখ। কেবল বাবাই গীতার দ্বারা ভারতকে এত শ্রেষ্ঠ বানান। ওরা তো কত শাস্ত্র শোনায়। কিন্তু দুনিয়াকে তো পুরাতন হতেই হবে। প্রথমে নুতন দুনিয়া রামরাজ্যতে দেবতারা ছিল। এখন দেবতারা নেই। তারা কোথায় গেল? ৮৪ জন্ম করা নিয়েছে? দেবতা ছাড়া আর কারোর ৮৪ জন্মের হিসাব বলা যাবেনা। কেবল দেবতা ধর্মের আত্মারাই ৮৪ জন্ম নেয়। মানুষ তো মনে করে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ভগবান ছিল। যেদিকে তাকাই তোমাকেই দেখতে পাই। আচ্ছা, সর্বব্যাপীর এই জ্ঞানের দ্বারা কি কেউ সুখী হয়ে যায়? সর্বব্যাপীর এই জ্ঞান তো প্রচলিতই আছে, তা সত্ত্বেও তো ভারত কাঙাল এবং নরকে পরিণত হয়েছে। ভগবান কে তো ভক্তির ফল দিতেই হবে। সন্ন্যাসী, যারা নিজেরাই সাধনা করছে তারা কিভাবে ফল দেবে? কোনও মানুষই সদগতি দাতা নয়। যারা এই ধর্মের হবে তারা ঠিক উঠে আসবে। অনেকে তো সন্ন্যাসী ধর্মেও ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে, তারাও আসবে। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। বাবা বোঝাচ্ছেন, এইটা অভ্যাস থাকতে

হবে যে আমি হলাম আত্মা। আত্মা থাকার জন্যই শরীরটা জীবিত আছে। শরীর তো বিনাশী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। সমস্ত ভূমিকা এই ছোট আত্মার মধ্যেই ভরা আছে। কত আশ্চর্যের বিষয়। এটা বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারবেনা। এত ছোট আত্মার মধ্যে এই অবিনাশী, অক্ষয় ভূমিকা ভরা আছে। আত্মাও অবিনাশী, তার ভূমিকাও অবিনাশী। আচ্ছা –

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:–

১) কল্পের এই সঙ্গমযুগে যোগবলের দ্বারা দুঃখের হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে। নতুন খাজনা জমা করতে হবে। জ্ঞানরত্ন ধারণ করে গুণবান হতে হবে।

২) আমি হলাম আত্মা, আত্মা অর্থাৎ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। শরীরটা বিনাশী। আমি আমার ভাই অর্থাৎ আত্মাকে বাবার বার্তা দিচ্ছি – এইরকম অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:– ক্ষণস্থায়ী অবলম্বনের সীমাবদ্ধতা পরিত্যাগ করে কেবল বাবাকে অবলম্বন বানিয়ে প্রকৃত পুরুষার্থী হও।

ক্ষণস্থায়ী সহায়তার অবলম্বন, যাকে নিজের সীমাবদ্ধতা বানিয়ে রেখেছ, সেইসব ক্ষণস্থায়ী অবলম্বনের সীমাবদ্ধতা পরিত্যাগ কর। যতক্ষণ এই সীমাবদ্ধতা আছে ততক্ষণ বাবার সহায়তা অনুভব হবে না। আর বাবার সহায়তা না থাকার জন্য সসীমের সীমাবদ্ধতাকে নিজের সহায় বানিয়ে নাও। যা কিছু ক্ষণস্থায়ী তা প্রতারক হয়। তাই সময়ের এই তীব্রগতিকে দেখে এখন তীব্র বেগে উড়ে এইসকল সীমাবদ্ধতাকে এক সেকেন্ডে অতিক্রম কর – তাহলেই প্রকৃত পুরুষার্থী বলা যাবে।

স্লোগান:– কর্ম এবং যোগের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখলেই সফল কর্মযোগী হওয়া যাবে।
[